সংবাদ

তারিখ 07 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

পরীক্ষায় নোট গাইড থেকে প্রশ্নপত্র

চূড়ান্ত শাস্তির মুখোমুখি ৫ শিক্ষক

- শিক্ষকরা বিসিএস ক্যাডারের
- বোর্ডের তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত

রাকিব উদ্দিন

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সরাসরি নোট-গাইড বই থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার দায়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের পাঁচজন শিক্ষক চূড়ান্ত শাস্তির মুখোমুখি হচ্ছেন। তারা চাকরি খোয়াতে যাচ্ছেন। এই পাঁচ শিক্ষক রাজশাহী ও যশোর শিক্ষা বোর্ডের গত এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্বে ছিলেন। দুই শিক্ষা বোর্ডের পৃথক তদন্তে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এখন আইন অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইতোমধ্যে তাদের শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকরা হলেন, ঝিনাইদহের সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজের সহকারি অধ্যাপক আনিছুর রহমান ও যশোর সরকারি এমএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক এসএম তালেবুল ইসলাম। তারা যশোর শিক্ষা বোর্ডের ২০১৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার (এইচএসসি) বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

আর রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনজন শিক্ষক। তারা হলেন নওগাঁ সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার সাহা, রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবুল মজন চৌধুরী এবং নাটোর এনএস সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'যশোর শিক্ষা

চূড়ান্ত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

চূড়ান্ত : শাস্তির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বোর্ড ও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নপত্র প্রণয়নে দায়িত্বে অবহেলার কারণে শিক্ষকগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।' জানতে চাইলে এনএস সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম বলেন, 'আমি প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্বে ছিলাম না। আমি প্রশ্নপত্র মডারেট করেছি। শহিদুল ইসলাম নামের এক শিক্ষক প্রশ্নপত্র তৈরি করেছিল।'

সাইফুল ইসলাম এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন। তার গবেষণার বিষয় 'প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা'।

তদন্ত প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে সাইফুল ইসলামের ব্যাপারে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের এক আদেশে বলা হয়েছে, 'উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ব্যবহৃত পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র (বিষয় কোড-১৬৯) বিষয়ের বহুনির্বাচনী অংশে ৮, ৯, ১০ ও ১১ নম্বর প্রশ্নে ও উদ্দীপকে যে তথ্য উপস্থাপন ও শব্দ চয়ন করে প্রশ্নপত্র সমীক্ষণ করেছেন তার কারণে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে।' এছাড়াও তাকে বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিরত রাখা এবং তার কাজের পারিশ্রমিক থেকে ২৫ শতাংশ অর্থ কর্তন করে আদেশ জারি করেছে বোর্ড। অভিযুক্ত পাঁচ শিক্ষককে ইতোমধ্যে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়েছিল। তারা এর জবাবও দিয়েছেন। কিন্তু তাদের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় এখন বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এ বিষয়ে সর্বশেষ গত ৩ ডিসেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালকের কাছে অভিযুক্ত শিক্ষকদের যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত চাওয়া হয়। এতে বলা হয়েছে, 'বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের (পাচজন) কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যশোর বোর্ডের একটি বিষয়ে সরাসরি গাইড বই থেকে প্রশ্ন প্রণয়ন করা এবং রাজশাহী বোর্ডে নিয়ম পরিপন্থীভাবে বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পৃথক পৃথকভাবে অভিযুক্তের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, কর্মস্থল, চাকরিতে যোগদানের তারিখ, বেতন স্কেল, আহরিত বেতনভাতা উল্লেখপূর্বক, খসড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীসহ আলাদা ব্যক্তিগত তথ্যসম্বলিত প্রতিবেদন (পিডিএস) জরুরিভিত্তিতে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।'